মুক্তমনা লেখকদের বইয়ের উপর সেমিনারে বক্তারা

সৌরভ মাহমুদ

দৈনিক সমকাল, ১৮ মার্চ, ২০০৭

বিবর্তন ধীরগতির প্রতিক্রিয়া। লাখ লাখ বছর ধরেই তা চলতে পারে। ব্রিটিশ প্রকৃতি বিজ্ঞানী চার্লস ডারউইন (১৮০৯-১৮৮২) তার বহুকালের গবেষণালব্ধ ফলাফল প্রকাশ করেন `The Origin of species' গ্রন্থে। তিনি তার বইতে প্রাণের উৎস, প্রাণীর বিবর্তন, পৃথিবীর জৈববৈচিত্র্য, জীবের টিকে থাকার চেষ্টা এবং বিভিন্ন প্রাণীর পারস্পরিক সম্পর্ক বিষয়ে প্রাকৃতিক নির্বাচন তত্ত্ব প্রকাশ করেন। ডারউইনের সেই তত্ত্ব আজ আরও বিকশিত এবং শক্তিশালী প্রমাণ-সাক্ষ্যের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। গত শতাব্দীতেই বিবর্তনবাদকে জীব বিজ্ঞানের মহৎ শাখা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু বর্তমানে কিছু ধর্মীয় কুসংস্কারাচ্ছন্ন নোংরা রাজনৈতিক আদর্শ বিজ্ঞানের এ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্বটির বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালাচ্ছে। অথচ বিজ্ঞানের এ শাখাটিকে বাদ দিলে চিকিৎসা বিজ্ঞান, পরিবেশ বিজ্ঞান, জীব সৃষ্টির রহস্য ইত্যাদি বিষয়গুলো অনুধাবন করা অসম্ভব হয়ে পড়বে– এসব কথাই উঠে এসেছে শিক্ষা আন্দোলন মঞ্চের আলোচনা সভায়।

আমাদের দেশে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায় থেকে বিবর্তন বিদ্যাকে বাদ দেওয়া হয়েছে। পুরো জাতি আজ একটা ধর্মান্ধতার বেড়াজালে আবদ্ধ, প্রকৃত বিজ্ঞান শিক্ষার আলো থেকে তারা বঞ্চিত হচ্ছে। এসব কুসংস্কার থেকে মুক্ত হয়ে বিজ্ঞানের প্রকৃত বিষয়বস্তুকে জনসাধারণের সামনে তুলে ধরার লক্ষ্যে গত ৩ মার্চ শিক্ষা আন্দোলন মঞ্চের (কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটি) উদ্যোগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজনেস স্টাডিজ মিলনায়তনে আয়োজন করা হয়েছিল ‘প্রাণের উন্মেষ ও বিবর্তন’ শীর্ষক আলোচনা সভা। অনুষ্ঠানটিতে সভাপতিত্ব করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের সাবেক অধ্যাপক অজয় রায়। এখানে বিবর্তন বিষয়ে আলোচনা করেন প্রকৃতি বিজ্ঞানী, ডারউইন বিশেষজ্ঞ ও অধ্যাপক দ্বিজেন শর্মা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ম. আখতারুজ্জামান, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়নের অধ্যাপক শহিদুল ইসলাম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক কে এস আরেফিন ও বিজ্ঞান বক্তা আসিফ। আলোচনা সভায় বক্তারা অমর একুশে বইমেলা ২০০৭ ও প্রকাশিত বন্যা আহমেদের ‘বিবর্তনের পথ ধরে’ এবং অভিজিৎ রায় ও ফরিদ আহমেদের ‘মহাবিশ্বে প্রাণ ও বুদ্ধিমত্তার খোঁজে’ বই দুটির বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন এবং বলেন, ‘বন্যা আহমেদের বইটিতে বিবর্তন সম্পর্কে

আধুনিক ধারণাগুলো সহজভাবে তুলে ধরা হয়েছে। যা খুবই ইতিবাচক।' এ তর"ণ লেখকদের বক্তারা অভিনন্দন জানান এরকম বই উপহার দেওয়ার জন্য। বক্তারা বর্তমান তর"ণ প্রজন্মকে বই দুটি পড়ার কথাও বলেন।

আলোচনা সভায় অধ্যাপক শহীদুল ইসলাম বলেন, 'আমাদের সমাজ ধর্মীয় কুসংস্কারের মধ্যে আবদ্দ্ধ, আমাদের এ ধরনের বিশ্বাসের আবর্জনা থেকে মুক্তিলাভ করতে হবে।' তিনি আরো বলেন, 'সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য জিওর্দানো ব্র"নোকে জীবন দিতে হয়েছিল, আমাদেরও সত্য প্রতিষ্ঠার কাজে সংগ্রামী ভূমিকা পালন করতে হবে।' অধ্যাপক দ্বিজেন শর্মা বলেন, '৬০ দশকের শেষার্ধেও কোনো শিক্ষক বা বিশ্ববিদ্যালয় বিবর্তনবাদ পড়ানোতে অস্বীকার করেননি কিংবা এর বির"দ্ধে অপপ্রচার চালাননি। এ দেশে বিজ্ঞান এসেছে বিদেশ থেকে। তারা কাজ চালানোর জন্য বিজ্ঞান কর্মী তৈরি করতে চেয়েছে কিন্তু বিজ্ঞানী নয়। যতদিন পর্যন্স্ন আমাদের দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন না ঘটবে ততদিন পর্যন্স্ন এদেশে বিজ্ঞান চেতনা ও অগ্রগতির উল্লম্নতি সম্ভব নয়। এদেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় বিজ্ঞান পড়া ও বিজ্ঞানী হওয়ার সুযোগ নেই।' তিনি উ"চ মাধ্যমিক পর্যায় থেকে বিবর্তনবাদ উঠিয়ে দেওয়ার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন। আবার, প্রাণ, প্রাণের উন্মেষ ও বিবর্তন নিয়ে সংক্ষিপ্টস্ন আলোচনা করেন অধ্যাপক ম আখতার"জ্জামান। বিজ্ঞান বক্তা আসিফ বলেন, 'আমাদের ইতিহাস জ্ঞান নেই। বিবর্তন ধারণা ছাড়া জীবজগৎই শুধু নয় মহাবিশ্বের সৃষ্দ্বিতত্ত্বও বোঝা সম্ভব নয়।' অন্যদিকে অনুষ্ঠানের সভাপতি অধ্যাপক অজয় রায় বন্যা আহমেদের সাম্প্রতিক গ্রন্থ 'বিবর্তনের পথ ধরে'র আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন, 'এখন ডারউইনের তত্ত্ব বৈজ্ঞানিকভাবে পরীক্ষিত। কার্বন ডেটিং ফসিল গবেষণা করে তার প্রমাণ অহরহ মিলছে।'

অংশগ্রহণকারীদের মুক্ত আলোচনায় বিভিল্পম্ন প্রশেম্নর উত্তর দেন অধ্যাপক অজয় রায় এবং অধ্যাপক ম আখতার"জ্জামান। আলোচনা অনুষ্ঠানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিল্পম্ন বিভাগের শিক্ষক, ছাত্রসহ শতাধিক দর্শক-শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন। আলোচনা অনুষ্ঠানের পর বিবর্তন বিষয়ক তথ্যচিত্র Becoming Human প্রদর্শিত হয়।

উৎস : দৈনিক সমকাল, ১৮ মার্চ, ২০০৭
http://www.shamokal.com/details.php?nid=55253